

২৫২

বর্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ



মূল্য ১০ আনা

১৪ নং রাঘচন্দ্র মৈত্রের লেন. গ্রামবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা,

উদ্বোধন কাৰ্যালয় হইতে
স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন.

“কালিকা-বস্ত্রে”
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।



ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਰਕ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ
 ਤੇ ਭਾਗਿਨੀ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-ਕਾਮਰੂਪ ੨੦।



ভূমিকা ।



আমী বিবেকানন্দের সৰ্ব্বতোমুখী প্রতিভা-
প্রসূত “বর্তমান ভারত”, বঙ্গসাহিত্যে এক
অমূল্যরত্ন । তমসামুদ্র ভারতেতিহাসে একটা
পর্যাপন্ন সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই
ঘটে । স্থূলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে দুই
চারিটি ধর্মবীর বা কর্মবীরের মূর্তি এবং দুই
একটি ধর্মবিপ্লব বা রাজ্যবিপ্লব, অতি অসম্বন্ধ
ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না ।
গবেষণাশীল যশোলিপু পাশ্চাত্য পণ্ডিত-
কূলের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও, প্রাচ্য জাতিসমূহের
মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, কার্যপ্রণালী
প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হইয়া, এখানে অনেক
সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুজ্ঞটিকারূপ
কিস্তুতকিমাকার মূর্তি সকলই দেখিয়া থাকে ।
বিশেষতঃ যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জার

ভূমিকা ।

প্রবিষ্ট, যাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে বৌদ্ধাধিকার পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার উচ্চভাব সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিল, যাহার হীনতায় পুনরায় মুসলমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের ভারতে প্রবেশ, সেই ধর্মশক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব নৃতি-বিশেষরূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বারা যে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর । ব্যক্তিগত ভাবনমূহই সমষ্টিরূপে সমাজগত হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে । এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর জাতির ভাব বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই ভারতেতিহাস সম্বন্ধ ভাবে বুদ্ধিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুল অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হন । আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে কিন্তু উহার

ভূমিকা ।

দৃষ্ণদ্র সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিস্কৃত হইবে । বহুল পরিভ্রমণ, গর্ষিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহার এবং জাতীয়ত্ব ভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, “বর্তমান ভারত” তাহারই নিদর্শন স্বরূপ ।

ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানে তিনি কতদূর ক্লতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই ; পাঠকের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন । তবে স্বামীজির ন্যায় অসামান্য জীবন এবং প্রতিভোৎপন্ন মীমাংসা যে চিন্তা ও পাঠের যোগ্য, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে ?

ভূমিকা ।

“বর্তমান ভারত” প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পত্র “উদ্বোধনে” প্রকাশিত হয় । অনেকের মুখে ঐ সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা অতি জটিল এবং দুর্বোধ্য । এখনও হয়ত অনেকে ঐ কথা বলিবেন কিন্তু অজ্ঞ আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাষার দোষ স্বীকার পূর্বক “বর্তমান ভারত” উপহার হস্তে সলজ্জভাবে পাঠক সমীপে সমাগত নহি । আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি । বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই । পদলানিতাও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত । অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধ হয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যক মত প্রয়োগ করিয়াছেন ।

অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শন গ্রন্থ । ভারত-সমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-

ভূমিকা ।

সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া
উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে
শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া
দেশে স্থখ দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস
কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির
সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্যা-
প্রণালীর মধোও এই আপাত অনশ্বদ ভারতীয়
জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া
আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয়
দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের
ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ট
“বর্তমান ভারতের” আলোচ্য বিষয় । ইহার
ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস সজ্জিত
নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা
বিস্তৃত পাবি না । সুভাগ্যক্রমে এদেশে
এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ।
মভীর চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞানেতিহাসদর্শনাদির
অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বীর রসাদির
লেখক ও পাঠক অতীব বিরল । নাধারণ

ভূমিকা ।

লোকের ত কথাই নাই, তাহাদের রুচি মার্জিত এবং বিশুদ্ধ হইয়া চিন্তাশীল লোকের সম্মানাই হওয়া এখনও অনেক দূর । অতএব ভাষা সম্বন্ধেও এ প্রকার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান আমরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম এবং পাঠকের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই এস্থলে মীমাংসক রহিল ।

পরিশেষে বাক্সগাদি উচ্চ বর্ণের উপর স্বামীজির কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়া যে প্রতিবাদ-ধ্বনি “বর্তমান ভারতের” প্রথমা-বির্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের সত্যানুরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার উপরেই আমরা নির্ভর করিলাম । সহস্র প্রতিবাদেও সত্যের অপলাপ বা অনত্যের প্রতিষ্ঠা হয়না এবং “মন মুখ এক করাই” সত্যলাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে পারি । নিন্দার কটুকশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মানুসন্ধান এবং সংশোধনেচ্ছাই

ভূমিকা ।

বলবতী হয় কিন্তু ইতর ব্যক্তির হৃদয় ।
আঘাতে জঘন্য অনত্য, হিংসা, নত্যগোপন
প্রভৃতি কুপ্রয়তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
অবনতির পথে দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হয় ।

এখানে ভারতের মহাকবির কথা আমাদের
মনে উদয় হইতেছে যথা :—

“অলোকনামান্যমচিন্ত্যাহেতুকম্
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতম্ মহাত্মনাম্” ।

১লা জ্যৈষ্ঠ

১৩১২

}

অলমিতি—

সারদানন্দ ।



বর্তমান ভারত ।

বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহুত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীষিত ফল প্রদান করেন । ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্তবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ । রাজা সোম * পুরোহিতের উপাস্ত, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ঠ ; আহুতিগ্রহণেপু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয় ; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে ? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী । তাঁহাদের রূপা-দৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য ; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর ; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ,

সোমলতা—বেদে উহা 'রাজা সোম' এই অভিধানে উক্ত ।

বর্তমান ভারত ।

কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতি-
জাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই
পুরোহিতকুলের নিদেশবর্তী করিয়াছে । সকলের
উপর ভয়—পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের
যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন ।
মহাতেজস্বী জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান, প্রজা-
বর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহা-
সমুদ্রে শিশিরবিদ্যুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে
তাঁহার যশঃসূর্য্য চিরদিন অস্তমিত ; কেবল
মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের
ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণ-
কারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রনাদে
জাঙ্ঘল্যমান । দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী
ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র কেন ;
পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার
চির-পরিচিত ।

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের
পুষ্টি ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির
নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন ।

বর্তমান ভারত ।

বৈশ্ণেৱা ৰাজ্যৰ খাতি, তাঁহাৰ দুৰ্দ্ধবতী
গাভী ।

কর-গ্রহণে, ৰাজ্য-ৰক্ষায়, প্রজাবৰ্গেৰ মতা-
মতেৰ বিশেষ অপেক্ষা নাই; হিন্দু জগতেও
নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রূপ । যদিও যুধিষ্ঠিৰ
বাৰণাবতে বৈশ্য শূদ্ৰদেৰও গৃহে পদাৰ্পণ
কৰিতেছেন, প্রজাৰা ৰামচন্দ্ৰেৰ যৌবৰাজ্যে
অভিষেক প্ৰাৰ্থনা কৰিতেছে, নীতাৰ বনবাসেৰ
জন্তু গোপনে মন্ত্ৰণা কৰিতেছে, কিন্তু নান্ধাৎ
প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে ৰাজ্যেৰ প্রথা-স্বৰূপ, প্রজাদেৰ
কোন বিষয়ে উচ্চ বাচ্য নাই । প্রজাশক্তি
আপনাৰ ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলৰূপে
প্রকাশ কৰিতেছে । সে শক্তিৰ অস্তিত্বে
প্রজাবৰ্গেৰ এখনও জ্ঞান হয় নাই । তাহাতে
সমবাসেৰ উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে
কৌশলেৰও সম্পূৰ্ণ অভাব, যাহা দ্বাৰা ক্ষুদ্ৰ
ক্ষুদ্ৰ শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্ৰহ
কৰে ।

নিয়মেৰ অভাব—তাহাও নহে; নিয়ম

বর্তমান ভারত

আছে, প্রণালী আছে, নির্দ্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্তচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ—দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতি-স্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্যসাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ সম্ভবুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিতেচ্ছার কোনও শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

আবার ঐ সকল নির্দেশ পুস্তকে। পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্য্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের * পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোক

* অগ্নিবর্ণ—সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্রি অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাদোষে যক্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়।

বর্তমান ভারত ।

অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান ;
ধৰ্ম্মাশোক * অতি অল্পসংখ্যক । আকবরের
ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায়
প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প ।

* ধৰ্ম্মাশোক—ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট অশোক ।
ইনি খ্রীঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন ।
ব্রাহ্মত্ব প্রভৃতি নৃশংস কার্যের দ্বারা সিংহাসন লাভ
করাতে ইনি পূর্বে চণ্ডাশোক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ।
কথিত আছে, সিংহাসন লাভের প্রায় নয় বৎসর পরে
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার স্বভাবের অদ্বুত পরিবর্তন
সম্পন্ন হয় । ভারত ও ভারতেতর দেশে বৌদ্ধধর্মের
বহুল প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হয় । ভারত, কাবুল,
পারস্ত এবং পালেস্তাইন্ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত
স্তূপ, স্তম্ভ এবং পর্কত গাত্রে খোদিত শাসনাদি ঐ বিষয়ে
ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই প্রকার ধর্ম্মানুরাগ
এবং প্রজারক্ষনের জন্মই ইনি পরে “দেবানাং প্রিয়দর্শি”
(দেবতাদের প্রিয়দর্শন) ধৰ্ম্মাশোক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ।
মহাবীর আলেকজান্ডার যাহার বিক্রমে ভারতবিজয়ে
বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি

বর্তমান ভারত ।

ইউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধৰ্ম্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে নরকদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয় । নরক বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির ক্ষুণ্ণি কখনও হয় না । নরকদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায় । দেবভুল্য রাজা দ্বারা নরকতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না ; রাজনুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নিরক্ষীয়া ও নিঃশক্তি হইয়া যায় । ঐ “পালিত” “রক্ষিত”ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে নরকনাশের মূল ।

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভজ্ঞা-নোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দীন, মূর্থ, বিদ্বান্ সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারনিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে । শাসিতগণের শাসন-কার্য্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার

বর্তমান ভারত

শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, “এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে”—যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে। যখন পরিত্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়তে বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে বপিত হইয়াছিল, অক্ষুর, সেথায় উদ্গত হইল না; এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতি-গণের মঠে, ঐ স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপিও নাগা মন্ডালীদের মধ্যে

বর্তমান ভারত

পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় ।

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্কৃত্যাগী মঠাশ্রয় উদাসীন । “শাপেন চাপেন বা” রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই । থাকিলেও আহুতিভোজী দেব-কুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী ; কত শত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বুদ্ধ-প্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার ।

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংঘত-রশ্মি নহে ; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী । এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-

বর্তমান ভারত ।

বংশ-সন্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত
নহে ; এ যুগের দিগ্দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-
শানন, আনন্দক্ষিতাশগণই মানব-শক্তি-কেন্দ্র ।
এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন,
কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি ।
বৌদ্ধযুগের একছত্রা পৃথিবীপতি সম্রাটগণের
শ্রায় ভারতের গৌরবরক্ষিকারী রাজগণ আর
কখন ভারত-সিংহাসনে আরুঢ় হন নাই,
এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজ-
পুতাদি জাতির অভ্যুত্থান । ইহাদের হস্তে
ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ
হইতে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায় ।
এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজ-
শক্তির সহিত সহকারিভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল ।

এ বিপ্লবে—বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ
হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রিটিশরূপে স্ফুটীকৃত
পুরোহিত-শক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন
বিবাদ—তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই
মহাবল পরস্পর সহায়ক ; কিন্তু নে মহিমান্বিত

বর্তমান ভারত

ক্ষাত্রবীর্য্যও নাই, ব্রাহ্মবীর্য্যও লুপ্ত । পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষয়িতবীর্য্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল ; শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্য্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূৰ্ব্ব রাজন্তবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাশ্টোদীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারগাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্জাল-জড়িত হইয়া, পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধিনিচয়ের মূলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল ।

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্থায়ী জীবদশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্য-শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কৰ্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপমৃত হইয়াছিল, অথবা

বর্তমান ভারত ।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহির-কুলাদির * ভারতাদিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত জুরকর্মা বর্ষর-বাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিজ্ঞাবিহীন বর্ষর ভুলাইবার নোজা পথ মন্ত্রতন্ত্রমাত্র-আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে নরকতোভাবে হত-বিদ্যা, হতবীর্য্য, হতাচার হইয়া, আর্য্যাবর্ত্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম বীভৎস ও বর্ষরাচারের আবর্ত্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুখিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া

* মিহিরকুল—রাজপুতজাতির পূর্বপুরুষ ।

বর্তমান ভারত

মৃত্তিকায় পতিত হইল।—পুনর্বার কখনও
উঠিবে কি কে জানে ?

মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য-
শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরৎ মহম্মদ
সর্বতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং
যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য
নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে
রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত ; তিনিই ধর্ম-
গুরু ; এবং সম্রাট্ হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসল-
মান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন।
যাহুদী * বা ঈশাহী, † মুসলমানের নিকট
সম্যক্ স্থণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র ;
কিন্তু কাফের মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে
বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই
কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—
দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ

* সচরাচর যাহাকে ইহুদী বলে—Jew.

† খৃষ্টিয়ান।

বর্তমান ভারত ।

করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও কখনও ; নতুবা রাজার ধর্ম্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফেরহত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন !

একদিকে রাজশক্তি, ভিন্নধর্ম্মী ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত ; অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্তি সমাজশাসনাধিকার হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত । মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থানে কোরাণোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী । সংস্কৃত ভাষা, বিজিত যুগিত হিন্দুদের ধর্ম্মমাত্র প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণ-ধারণ করিতে লাগিল আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল—তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া ।

বৈদিক ও তাহার ন্নিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্য শক্তির পেষণে রাজশক্তির স্মৃতি হয় নাই । বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির

বর্তমান ভারত ।

ধিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি । বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির নব জীবনের চেষ্টা ।

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা, বহু পরিমাণে মৌর্য্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি* সম্রাট্‌বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল ।

এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকার-যুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল । যুদ্ধবিগ্রহ,

* ক্ষাত্রপ—আর্য্যাবর্ত ও গুজরাটের পারশ্বদেশীয় সম্রাট্‌গণ ।

বর্তমান ভারত ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায় !
এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা
শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ
পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার
নঙ্গে পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কার্য্য
ছিল না ; এমন কি, শিখেরা প্রকাশ্যভাবে
ব্রাহ্মণ-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্ম্মলিঙ্গে
ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ
করে ।

এই প্রকারে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর
রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজত্ব-
বর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত
আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল । কিন্তু এই যুগের
শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি
ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার
করিতে লাগিল ।

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম কৰ্ম্ম ভারত-
বাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব
এমনই দুর্দ্বর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী

বর্তমান ভারত ।

হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র । ভারতবাসী বুঝিতেছে,
এ শক্তিটি কি—

আমরা ইংলণ্ডের ভারতাদিকারের কথা
বলিতেছি ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ
ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকার-
স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে । বারম্বার ভারত-
বাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে । তবে
ইংলণ্ডের ভারতাদিকার-রূপ বিজয়ব্যাপারকে
এত অভিনব বলি কেন ?

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান,
শাপাত্ম, সংসারস্পৃহাশূন্য তপস্বীর অকুটি
সম্মুখে দুর্দ্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে
ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে ।
নৈশ্চলসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের
অপ্রতিহত বীর্য্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে
প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযুথের ন্যায়,
নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে ;
কিন্তু যে বৈশ্বকুল, রাজগণের কথা দূরে থাকুক,

বর্তমান ভারত ।

রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্কদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, নুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজ-গণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্ত-গণকেও অর্থবলে আপনাদের ভূতাত্ত্ব স্বীকার করাইয়া তাহাদের শৌর্য্যবীৰ্য্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্ভিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, 'পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস্', অচিরকাল মধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক্ সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভূত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, ভারতবাসী কখনও দেখে নাই ! !

বর্তমান ভারত ।

নৃত্যাদি গুণত্রয়ের বৈষম্যতারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভুজ সনাতন কাল হইতেই নকল সভ্য-সমাজে বিদ্যমান আছে । কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্ভুজের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি-জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে ।

চীন, সুমের, * বাবিল, † মিসরি, খল্দের, ‡ আর্য্য, ইরানি, § য়াহুদি, আরাব, এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে । দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয় ।

বৈশ্ব বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব, কেবল ইংলণ্ডপ্রমুখ

* খল্দিয়ার আদিম নিবাসী ।

† প্রাচীন বাবিলন নিবাসী ।

‡ খল্দিয়া (Chaldæa) নিবাসী ।

§ প্রাচীন পারস্য নিবাসী ।

বর্তমান ভারত ।

আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে ।

যত্বেপিও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন কালে ভেনিসাদি বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহুপ্রতাপশালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশেষের অভ্যুদয় ঘটে নাই ।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ ব্যক্তিগণ ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় ঐ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্ভূত ভোগ করিতেন । দেশশাসনাদি কার্যে সেই কতিপয় পুরুষ সওয়ায়, অন্য কাহারও কোন বাঙ্-নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না । মিসরাদি প্রাচীন দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজত্ব শক্তির অধীন ও সহায় হইয়া, বাস করিয়াছিল । চীন দেশে কংফুছের*

* Confucius—চীনদেশীয় বহুপ্রাচীন ধর্ম এবং নীতি সংস্কারক ।

বর্তমান ভারত ।

প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্ব্ব দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে আপন স্বেচ্ছানুসারে পালন করিতেছে, এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সৰ্ব্বত্রাসী তিব্বতীয় লামারা রাজগুরু হইয়াও সৰ্ব্ব প্রকারে সম্রাটের অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন ।

ভারতবর্ষে রাজশক্তির জয় ও বিকাশ অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই চীন মিসর বাবিলাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান । এক যাহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য শক্তির উপর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল । বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও ক্ষমতা লাভ করে নাই । সাধারণ প্রজা পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া, অভ্যন্তরে ঈশাহি ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায়সংঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে উৎসন্ন হইয়া গেল ।

বর্তমান ভারত

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে বান্ধণ্য শক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্বশক্তির প্রবলঘাতে, কত রাজমুকুট ধূল্যবলুষ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্য দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আঘীর ওমরাহ নাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আশ্পদ বলিয়া।

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের স্থায় ভূঙ্গ-ভরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নিদেশে এক দেশের পণ্যচর্য অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে নব্রাটকুলও কম্পমান, নংনারনমুদ্রের নর্কজয়ী এই বৈশ্বশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহা তরঙ্গের

বর্তমান ভারত ।

শীর্ষস্থ শুভ ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাদিকার বাল্যে ঐশ্যামনি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাট্গণের ভারত বিজয়ের আয়ও নহে । কিন্তু ঐশ্যামনি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান । সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী স্ত্রী ।

এই জন্মই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারতবিজয় । এ নূতন মহাশক্তির সজ্জর্বে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে ।

বর্তমান ভারত ।

- পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে । প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্ব কালে কতকগুলি লোক-হিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয় ।

পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিত-দিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব । অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সৰ্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল । সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব ; জড়বৃহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়-দর্শী নত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন । ইঁহারা পুরোহিত, মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক ।

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হইলেন । মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে আগ্নেয় সংস্থান করিতে হয় না । সৰ্বভোগের

বর্তমান ভারত

অথবাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি
পুরোহিত-কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা
অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই
পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্মই
পুরোহিত-প্রাধান্তে প্রথম বিজ্ঞার উন্মেষ।
দুর্দর্শ ক্ষত্রিয়সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-
অজ্ঞাযুগের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান।
সিংহের সর্কনাশেছা পুরোহিতহস্তগত অধ্যাত্ম-
রূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজনমদোন্মত্ত
ভূপালরন্দের যথেষ্টাচাররূপ অগ্নিশিখা সকল-
কেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন
দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ
জলে সে অগ্নি নির্দীপিত। পুরোহিত-প্রাধান্তে
সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর
দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের
প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস
জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অক্ষুটভাবে
যে অধীশ্বরত্ব লুকায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ।
পুরোহিত জড় চৈতন্যের প্রথম বিভাজক,

বর্তমান ভারত ।

•ইহপরলোকের সংযোগসহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজ্য প্রজার মধ্যবর্তী নেতৃ । বহু-কল্যাণের প্রথমাঙ্কুর, তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণনিধনে সমুদ্ভূত ; এজন্মই নরক-দেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইরাছিলেন, এজন্মই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র ।

দোষও আছে ; প্রাণ-স্ফুর্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উগ্ধ । অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে । প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে । স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ; অস্ত্রশস্ত্রের ছেদভেদ, অগ্ন্যাতির দাহিকাদিশক্তি স্থূল প্রকৃতির প্রবল সজ্জ্বল সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে । ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না । কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশ-কেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল

বর্তমান ভারত ।

শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে, বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে ; বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয় । যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যাতন সমস্তই উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্ট সিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল সূক্ষ্মের মধ্যবর্তী এই কুঞ্জটিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে যঁাহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐ প্রকার ধূম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয় । সে মনের সন্মুখে সরল-রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয় । ইহার পরিণাম অনরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব ; আর সর্ক্যাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাধহিষ্ণুতা । যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত প্রেতাতির

বর্তমান ভারত ।

উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দ, ঐশ্বর্য্য, তাহা অন্তকে কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাটুকু মধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেছার প্রতি-ক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনা-ভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ব বিজ্ঞার নাশ; যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও (নূতন বিজ্ঞার কথা তদূরে থাকুক) চেষ্টা রূথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিজ্ঞাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নাম-মাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সন্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারে চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্ঘর্ষ।

বর্তমান ভারত ।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব-প্রাণোন্মেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয় । এ সংগ্রামে জয় বিজয়ের ফলাফল পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে নংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত । যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত । উদ্দেশ্যহারা, খেই-হারা, পৌরোহিত্যশক্তি উর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ ; যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্ত পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে ; যে, নকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল নমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্ত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদ-মস্তক-

বর্তমান ভারত ।

বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত । আর উপায় নাই, এজাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না । যাঁহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাণ ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির রুত্তি অবলম্বনে ধন-সঞ্চয়ে নিযুক্ত, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন । শিখাহীন টেড়িকাটা, অর্দ্ধ ইউরোপীয় বেশভূষা আচারাদিসম্মণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন । আবার, ভারতবর্ষে যেথায় এই নবগত ইউরোপী রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকরূদ্ অন্যান্য জাতির রুত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান্ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূৰ্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রনাতলে ঝাইতেছে ।

গুজ্জরদেশে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক

বর্তমান ভারত

অবাস্তর সম্প্রদায়েই দুইটি করিয়া ভাগ আছে, একটা পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরটা অপর কোনও রুত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত হইলেও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। যথা “নাগর ব্রাহ্মণ” বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষারূপে পুরোহিত, তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। “নাগর” বলিলে উক্ত জাতির যাঁহারা রাজকর্মচারী বা বৈশ্য-রূপে, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী পড়িয়া রাজকর্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈজ্ঞ কায়স্থাদির

বর্তমান ভারত

রুষ্টি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই-প্রকার স্রোত চলে, তাহা হইলে বর্তমান প্ররোহিত জাতি আর কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণ-জাতির অধিকার-বিচ্যুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণ জাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হুৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই

বর্তমান ভারত ।

কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের
জন্য পুঞ্জীকৃত । যদি তাহা না হইতে পায়,
সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত মৃত্যুমুখে
পতিত হয় ।

অপরদিকে রাজনিংহে মুগেন্দ্রের গুণদোষ-
রাশি সমস্তই বিद्यমান । একদিকে আত্ম-
ভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্ম-
ভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহূর্ত্তও
কুঞ্চিত নহে, আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম
জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের
ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না । প্রজাকুল
রাজশার্দূলের ভোগেচ্ছার বিধ্ব উপস্থিত করি-
লেই তাহাদের সর্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা
শিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ । শুধু
তাহাই নহে, সমান প্রযত্ন, সমান আকৃতি,
সাধারণ নত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরা-
কালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও
দেশে সম্যক্রূপে উপলব্ধ হয় নাই । রাজরূপ-
কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট, শক্তিসমষ্টি

বর্তমান ভারত ।

সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজশরীরে প্রসৃত । ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি ।

মহিমাম্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃপ্তি নাধনে সক্ষম ?

(নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাঁহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই । রাজশরীর সাধারণ শরীরের ত্রায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের স্মৃত্যু হয় না ।) অসূর্য্যস্পষ্টরূপা রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে লোকলোচনের সাক্ষাতে আবরিত । কাজেই পর্ণকুটীরের

বর্তমান ভারত

স্থানে অটালিকার সমুখান, গ্রাম্যকোলাহলের, পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট নঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র—শনৈঃপদনক্ষারে প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্থূল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রম-সাধ্য ও সুস্ববুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল।

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজ-গণ অস্ত্রে অরণ্যশ্রয়ী হইয়া ধ্যানবিচার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে

বর্তমান ভারত ।

প্রচারিত । এখানেও ভারতে পুরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ । কৰ্মকাণ্ডের বিলোপে পুরোহিতের রুত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ নরককালের নরকদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়-কুল ; সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

পুরোহিত যে প্রকার নরকবিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেইপ্রকার সকল পার্থিব-শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান্ । উভয়েরই উপকার আছে । উভয় বস্তুই নময়বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায় । যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বালোপযোগী বস্ত্রে বলপূৰ্ব্বক আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্থায় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্জার অনভ্যাবস্থায় পরিণত হয় ।

বর্তমান ভারত । ২৮

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান । প্রজাদের সৰ্ব্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সৰ্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন । কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার । সমাজ—গৃহের সমষ্টি মাত্র । ‘প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে’ যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের নাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে । ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্বোধনের লিঙ্গ । বারম্বার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা

বর্তমান ভারত

ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্লস, জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি নরকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাভূণ্ডির জন্ত কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজশরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উত্তমবিহীন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যাশবাদী চার্লস-দিগের ত্রুণমাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম-কাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাপ্রর জৈন এবং অপিকৃত-জাতিদিগের নির্দোষ অত্যাচার হইতে নিম্ন-স্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও

বর্তমান ভারত

সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগ্রহে প্রবিষ্ট নানা বর্ষের জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্বভাব পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য-সমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও কৃষ্টিয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

ভোজ্যদ্রব্যের জ্বায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনন্তভাবতরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিন্তু যে খাত দেহরক্ষা ও মনের বলসমাধানে একান্ত আবশ্যক, তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিস্কৃত হইতে না পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয়।

(সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ

বর্তমান ভারত ।

অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য । শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব । প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার ? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না । উপরে আবর্জ্ঞানারশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তল-দেশে প্রেমস্বরূপ, নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে । সর্বসংস্কার ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক নহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীৰ্য্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থ-পরতারশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়)।

তমসাস্ফর পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা, সহস্রবার ঠেকিয়া এ মহানু সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠেকিয়া ও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম । অত্যল্পদর্শী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ।

বর্তমান ভারত ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীৰ্য্য, বাহা' কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্ত ; এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত ।

প্রজানমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিনক্ষয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎসৃষ্টুং' । বেণ * রাজার ন্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্বমাত্র দেখেন, স্ত্র হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার

* বেণ—ভাগবতোক্ত রাজবিশেষ । কথিত আছে, ইনি আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন । ঋষিগণ তাঁহার এ অহঙ্কার দূর করিবার জন্ত কোন সময়ে সহপদদেশ দিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের তিরস্কার করেন এবং আপনাকেই পূজা করিতে বলায় তাঁহাদের কোপানলে নিহত হন । ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ রাজার বাহমহ্মনে উৎপন্ন ।

বর্তমান ভারত ।

‘ব্যাঘাতই মহাপাপ । (পালনের স্থানে কাষেই পীড়ন আনিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ ।) যদি সমাজ নির্বীৰ্য্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীৰ্য্যবানু অন্ত জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয় । যেথায় সমাজ-শরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আক্ষালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতিদূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাননাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের স্মারক হইয়া পড়ে ।

যে মহাশক্তির জ্বলন্তে ‘থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,’ যাহার হস্তধৃত স্মরণভাণ্ডরূপ বকাণ্ড প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত বকপংক্তির স্মারক বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্গমন করিতেছে, সেই বৈশ্বশক্তির বিকাশই পূৰ্ব্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, আমি সেই বিদ্যা উপজীবী, সমাজ আমার

বর্তমান ভারত

শাসনে চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল।”
ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে
বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও,
আমিই শ্রেষ্ঠ; কোষমধ্যে অসিঝনংকার
হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল।
বিদ্যার উপাসকও সৰ্ব্বাঙ্গে রাজোপাসকে
পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ!
‘অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরং’
তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী,
অনন্তশক্তিমান, আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার
রূপায় আমিও সৰ্ব্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ,
তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইঁহারই প্রণাদে
আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ,
তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্য্য, ইঁহার রূপায়
আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে।
এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যাশ্রিত কারখানা সকল
দেখিতেছ, ইঁহার। আমার মধুক্রম। ঐ দেখ,
অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত
মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে

বর্তমান ভারত ।

কে ?—আমি । যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্पीড়ন করিয়া লইতেছি ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিজ্ঞা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের । যে টক্করাকার চাতুর্কর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন । সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয় । আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি । কুসীদ-কশাহস্ত বণিক্ সকলের হুৎকম্প উৎপাদক । অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক্ সদাই ব্যস্ত । যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্ত বণিক্ সদাই সচেষ্ট । কিন্তু শূদ্রকূলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই ।

“বণিক্ কোন্ দেশে না যায় ?” নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের বিজ্ঞাবুদ্ধি কলা কৌশল বণিক্ অন্য দেশে লইয়া

বর্তমান ভারত ।

যায় । যে বিজ্ঞা সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ' রুধির, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হুৎ-পিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্য-বীথিকাভিনুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা নর্কত্র সঞ্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্বপ্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য সভ্যতা বিলাস ও বিজ্ঞা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত ?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা নর্কাজ হইয়াও নর্কদেশে নর্ককানে “জঘন্তপ্রভবো হি নঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি রক্তান্ত ? যাহাদের বিজ্ঞালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীর-ভেদাদি” দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই “চলমান শ্মশান” ভারতেতর দেশের “ভারবাহী পশু” নে শূদ্রজাতির কি গতি ? এদেশের কথা কি বলিব ? শূদ্রদের

বর্তমান ভারত ।

কথা দূরে থাকুক ; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে
অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী
ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায় ;
ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল
শূদ্রত্ব । (‘দুর্ভেদ্যতমনাবরণ এখন সকলকে
সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এখন চেষ্টায়
তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই,
অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে
শ্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল
ঈর্ষা, স্বজাতিদ্রোষ, আছে দুর্বলের যেনতেন
প্রকারে নরকনাশনাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর
বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে ।) এখন ভূগুণ্ডি
ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থনাধনে, জ্ঞান অনিত্য-
বস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কৰ্ম্ম
পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে,
বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার ঔৎকর্ষ্য ধনীদেব
অত্যন্তুত চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকী-
রণে ; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা !
ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র

বর্তমান ভারত ।

হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রনাধারণ স্বজাতিদ্বেষ । সংখ্যায় বহু হইলে কি হয় ? যে একতাবলে দশজনে লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর ; শূদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন ।

কিন্তু আশা আছে । কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণা-দিবর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে । শূদ্রপূর্ণ রোমরুদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্য্যে পরিপূর্ণ । মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত-পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খৃষ্টপূতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ-বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে । আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুক্ষ স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য ।

তথাপিও এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্ত হইবে, অর্থাৎ বৈশ্বত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার

বর্তমান ভারত ।

বলবীৰ্য্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মসহিত সৰ্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে । তাহারই পূৰ্ণাভাসছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল । সোশ্যালিজম্, এনাকিৰ্জম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা । যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুর-বৎ পদলেখক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস । আবার চিরকালই তাহাদের বাননা নিফল ; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একে-বারেই নাই ।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সঙ্গেও শূদ্র-জাতির অভ্যুত্থানের একটা বিষম প্রত্যাবার আছে, সেটি গুণগত জাতি । ঐ গুণগত জাতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্র-কুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই

বর্তমান ভারত

একটি অনাধারণ পুরুষ শূদ্রকূলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া, আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্য সকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যান, অজ্ঞাতপিতা রূপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাজনা, দাসী, ধীবর, বা নারথি কূলের কি লাভ হইল, বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকূলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটিশরেরও স্বসমাজত্যাগের

বর্তমান ভারত ।

অধিকার নাই । কাষেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে । এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বুদ্ধমধ্যগত লোকসকলের দীর্ঘে দীর্ঘে উন্নতি বিধান করিতেছে । যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপূরস্কারসংস্কারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে ।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ । যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিস্মিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল । কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা : যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল বল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগ্রহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয় ।

বর্তমান ভারত।

পৌরোহিত্য শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজা-
পুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া
তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট
পরাভূত হইল ; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ
স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার
মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত
অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্ব-
কুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুতলিকা হইয়া
গেল। এক্ষণে বৈশ্বকুল আপনার স্বার্থ সিদ্ধি
করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক
জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ
বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এই স্থানে
এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উগ্ৰ হইতেছে।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার
হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি
করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে
বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এই ভাব
থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও
স্বর্ণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ।

বর্তমান ভারত ।

মুংগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয় ।

একান্ত স্বজাতি-বাংসল্য ও একান্ত ইরান-বিদেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদেষ রোমের, কাকের-বিদেষ আরবজাতির, নুর-বিদেষ স্পেনের, স্পেন-বিদেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদেষ আমেরিকার উন্নতির—প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া—এক প্রধান কারণ নিশ্চিত ।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক । ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত । স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ । বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব । এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে বিদ্যমান । তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে । প্রজোৎপাদন ও

বর্তমান ভারত ।

যেন তেন প্রকারেণ উদর পূর্তির অবসর পাই-
লেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি । আর
উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্ম্মে বাধা না হয় ।
এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই ;
ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম নোপান ।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে
কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল-
গুণও আছে । সর্ক্যাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে,
পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত-
মান কাল পর্য্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্ক-
ব্যাপী শাসনযন্ত্র, অস্বদেশে পরিচালিত হয়
নাই । বৈশ্বাধিকারের যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের
পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই
চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বল-
পূর্কক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে ।
এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি
কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলরূপ আর
কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ
কল্যাণ নিষ্কারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক ।

বর্তমান ভারত

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎমঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাব-সংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘমুগ্ধজাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই, সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। রক্ষ ভুল করে না, প্রস্তুতখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকূলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যন্তই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকূলেই। দস্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজগতির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাচুর্য্য,

বর্তমান ভারত ।

জড়ত্বের আগমন । এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত !!! দেশে কি নিয়মের অভাব ? নিয়মের পেষণে যে সর্জনশ উপস্থিত কে বুঝে ?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না । অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই । সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে । কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র, বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া রূথা ব্যয়িত হয় । প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা,

বর্তমান ভারত ।

সম্রাটধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্তই হইয়াছিল । এজন্তই বিজিতয়াহুদীবংশসমুৎত হইয়াও খৃষ্টধর্মপ্রচারক পৌল, কেশরী-সম্রাটের সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ কৃষ্ণবর্ণ বা “নেটিভ” অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া, আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘণাবুদ্ধি আছে ; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের “জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি” পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে ? প্রাচ্য আর্য্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সম্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা “মরাঠা” জাতির যে সকল সুবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাবে হইতে ননুথিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না । কিন্তু ইংরাজ

বর্তমান ভারত ।

সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে । এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজ জাতির “গৌরব” সদা জাগরুক রাখা । এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাশ্র ও করুণরনের উদয় হয় । ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য্য, অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরুক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে সর্বদনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল । এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজে থাকিবে, এমন

বর্তমান ভারত ।

‘ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জিত হইবে । কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, রুথা গৌরব ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য ঐ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও, অর্থহীন “গৌরব” রক্ষার জন্য এত শক্তিকয় নিরর্থক । উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই অল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ । একদিকে, প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্যজ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিবাতি-প্রভা ; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্বাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্কশরীরে ক্ষিপ্ৰসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীৰ্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী । একদিকে

বর্তমান ভারত

জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভুতবলসঞ্চয়, 'তীব্র ইন্দ্রিয়মুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে ; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মান্বিত স্বরে, পূর্বদেবদিগের আৰ্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবকুল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে । একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আৰ্য্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান । এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি ? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—

বর্তমান ভারত ।

‘বেদ, উপায়—ত্যাগ । বর্তমান ভারত এক-বার যেন বুঝিতেছে—রথ। ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সৰ্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে,—

“ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ ।

কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥”

একদিকে, নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নীনির্কীচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্কীচন করিব ; অপর-দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্ত নহে, প্রজোৎপাদনের জন্ত । ইহাই এ দেশের ধারণা । প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সৰ্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্ত নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর ।

বর্তমান ভারত ।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের স্তায় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন হইব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মুখ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অৰ্জ্জুন না করিলে কোন বস্ত্রই নিজের হয় না ; সিংহ-চৰ্ম্ম-আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় ?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্বাতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান ।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে, শিখিবার কিছুই নাই ? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা কি সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি নরস্নাতোভাবে নিশ্চিহ্ন ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরা

বর্তমান ভারত ।

করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য ।
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “যতদিন বাঁচি, ততদিন
শিখি” । যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার
কিছুই নাই, তাহা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে ।
আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে ।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের
সমক্ষে, নরকদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত । একদা
সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে । তাহাতে
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, “বুঝি, কোনও ইংরাজ
পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে
এও প্রশংসা করিল ।”

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা ।
পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হই-
তেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি
বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না ।
সেখানে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা
করে, তাহাই ভাল, তাহার। যাহার নিন্দা
করে, তাহাই মন্দ । হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা
নির্কুণ্ঠিতার পরিচয় কি ?

বর্তমান ভারত

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল ; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম নোপান ; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ ভূষা অশন বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে,—মূর্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি ?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গল-প্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিনর্জ্জন দাও । পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব নর্রবর্ণ একাকার হও । পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ নর্রদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত ।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না ; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই, আমাদের রীতিনীতির জঘন্ততার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য ।

বর্তমান ভারত ।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের
কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে ; তাহাতে ইহাই
ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত
সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য
যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই
এ দেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য
সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের
স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী পুরুষ
সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত
আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী পুরুষের অবাধ
সংমিশ্রণ প্রস্তাব দেন, তাঁহাদের সহিত
আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই।
পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্বলজাতির
সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনা-
দিগকে স্প্যানিয়ার্ড, পোর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি
না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেন।

বলবানের দিকে সকলে যায় ;—গৌরবা-
স্থিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও
প্রকারে একটুও লাগে, দুর্বল মাত্রেই এই

বর্তমান ভারত

ইচ্ছা। যখন ভারতবানীকে ইউরোপীয়েণ-
ভুষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা
পদদলিত বিজ্ঞাহীন দরিদ্র ভারতবানীর নহিত
আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে
লঙ্ঘিত!! চতুর্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে
পরিপালিত পার্শী এক্ষণে আর “নেটিভ”
নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য-
গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও
বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর
পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে
কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ-
জাতি, উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর
আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ,
পরমুখাপেক্ষা, এই দানশূলভ দুর্বলতা, এই
স্থগিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র নশ্বলে তুমি
উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর
কাপুরমতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা
লাভ করিবে? (হে ভারত, ভুলিও না—

বর্তমান ভারত ।

তোমার নারীজাতির আদর্শ নীতা, নারিত্রী,
দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্ত্র উমানাথ
নরকত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ,
তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—
নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্ম নহে; ভুলিও
না—তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্ম বলি-
প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট
মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি,
মূর্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত,
তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর,
সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী
আমার ভাই; বল, মূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র
ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত-
বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাৱৃত
হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের
দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ
আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন,
আমার বার্লক্যের বারণনী; বল ভাই,

বর্তমান ভারত ।

ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের
কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত,
("হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব
দাও, মা, আমার দুর্জলতা কাপুরুষতা দূর কর,
আমায় মানুষ কর ।")



৬৬

Moham bagiam

M. M. C.

বঙ্গদেশে বেদ-চর্চা ।

সকলেই জানেন, বঙ্গদেশে বেদ-চর্চা অতি বিরল। অথচ বেদই হিন্দুর দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্মের অগণ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং হিন্দু ধর্মের যথার্থ মর্ম ও ইতিহাস জানিতে হইলে বেদই একমাত্র অবলম্বন। এই বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ নিপুণতা প্রয়োজন। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত সাধারণ সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন ধরণের। পাণিনি ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন না হইলে বেদ পাঠ অসম্ভব। এই পাণিনি ব্যাকরণ সহজ ভাবে বুঝাইবার জন্ত ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামক এক অপূর্ব ভাষা রচনা করিয়াছেন। ইহা যে শুধু ব্যাকরণ মাত্র, তাহা নহে। ইহা একটী রীতিমত শব্দশাস্ত্র (Philology)। অর্থাৎ ইহা প্রত্নতত্ত্বাণ্বেষীগণের পক্ষে এক খানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এত দিন বঙ্গদেশে একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল। আজ আমরা ভগবৎকৃপায় নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে অতি শীঘ্র সমর্থ হইব বলিয়া আনন্দিত। সম্ভবতঃ ৪৫ মাস মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বঙ্গাঙ্গরে মহাভাষ্যের মূল ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাখ্যায়ী মহাশয় রচিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি কাপড়ে বাধা, ডিমাই ৮ পেজী কমবেশ ৮০০ আটশত পৃষ্ঠা হইবে। কিন্তু সর্বসাধারণের সুবিধার জন্ত মূল্য সাড়ে তিন টাকা (৩।০) মাত্র নির্দিষ্ট হইল। ডাক-মাণ্ডল ও ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

উদ্বোধন ।

রামকৃষ্ণ মিশনের পাব্লিক পত্র ।

১৩১১ সালের ১লা মাঘে উদ্বোধনের ৭ম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে ।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৭ টাকা । নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন
আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

ইংরাজী ।

বাঙ্গালা ।

রাজযোগ	২৭	রাজযোগ	২৭ ।
জ্ঞানযোগ	২৭	” বাধান	২১০
কর্মযোগ	১০	জ্ঞানযোগ	২৭
ভক্তিযোগ	১০	ভক্তিযোগ	১০
বহুতা ও পত্র	১০	কর্মযোগ	১০০
কথোপকথন	১০	চিকাগো বহুতা	১০
চিকাগো বহুতা	১০	স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (১ম ভাগ)	১০
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (১ম ভাগ)	...	গীতাশাস্ত্ররত্নাবলী (পূর্বার্ধ) পণ্ডিত প্রমথনাথ	...
গীতাশাস্ত্ররত্নাবলী (পূর্বার্ধ)	...	তর্কভূষণাবলী	২৭

বিশেষ স্রবিধা—গীতাশাস্ত্ররত্নাবলী বাতীত অগাণ
সকল পুস্তক উদ্বোধন গ্রাহকদিগকে অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া হয় ।
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ৭ম বর্ষের উদ্বোধন গ্রাহকগণকে
বিনামূল্যে, বিনা মাগলে দেওয়া হইতেছে ।

ঠিকানা :—কার্য্যাধ্যক্ষ উদ্বোধন ।

১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রেয় লেন, শ্রামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ।

